গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৫ শাখা
www.mofl.gov.bd

সরকারি জলমহালে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি ও আহরণে করণীয় বিষয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : **ফরিদা আখতার**
মাননীয় উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

তারিখ : ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১১:০০টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা "পরিশিষ্ট-ক" তে সন্নিবেশিত করা হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অ-মৎস্যজীবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এতে হয়তো রাজস্ব আদায় হচ্ছে কিন্তু অনেক ক্ষতিও হচ্ছে তাই এর আশু প্রতিকার হওয়া দরকার। তিনি বলেন, জলমহাল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নয় বরং সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই এ সমস্যার স্থায়ী ও কার্যকর সমাধান সম্ভব।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ) সরকারি জলমহালে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি ও আহরণে করণীয় বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করে । উপস্থাপনায় তিনি বলেন, বাংলাদেশে দু'ধরণের সরকারি জলমহাল রয়েছে, প্রথমত: প্রাকৃতিক জলমহাল অর্থাৎ বিল, নদী ও খাল, হাওর, বাওর যার মালিকানা মূলত ভূমি মন্ত্রণালয়ের এবং যা মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত: কৃত্রিম সরকারি জলমহাল অর্থাৎ পুকুর/দিঘী, বরোপিট, খাল, হ্রদ ইত্যাদি যার মালিকানা ভূমি, পানিসম্পদ, সড়ক ও জনপথ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়। সরকারি জলমহালগুলো মাছ উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উৎস। বাংলাদেশে মোট ১৭৫৪৮টি সরকারি জলমহাল রয়েছে। তন্মধ্যে ২০ একরের নিম্নের আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল ১৪৯৮২টি যা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক এবং ২০ একরের উর্দ্ধের আয়তন বিশিষ্ট জলমহাল সংখ্যা ২৫৬৬টি যা জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত হয়। বর্তমানে মোট ৫৮২৪টি জলমহাল ইজারামুক্ত আছে যা মোট জলমহালের প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগ।

০৩। তিনি আরো জানান, জলমহালগুলির মধ্যে হাওর হলো দেশীয় প্রজাতি মাছের আধার এবং জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। হাওর অধ্যুষিত ৭ টি জেলার (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ৩০ ভাগ হাওর থেকে আসে। হাওরের উপর ৩.৬২ লক্ষ জেলেদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল। তিনি দেশের প্রায় সব জেলার বরোপিট এবং রংপুর বিভাগের তিস্তা ক্যানেলের জলাশয়ে মাছ চাষের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং একইসাথে সরকারি জলমহালে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি ও আহরণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সরকারি জলমহালসমূহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে না থাকা অর্থাৎ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জলমহালসমূহ এ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর না করা, অধিকাংশ জলমহালের অংশবিশেষ বেদখল

হওয়া, বরোপিট/ বিল/খাল ভরাট হয়ে যাওয়া, স্বল্পমেয়াদী ইজারা (৩ বছর) ব্যবস্থা, ইজারামুক্ত জলমহালসমূহের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ না করা, অনেক ক্ষেত্রে জলমহাল সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সমিতির জলাশয় ইজারা না পাওয়া, হাওর ও বাওরে রাজস্বভিত্তিক ইজারা প্রথা, অনেক ক্ষেত্রে জলমহাল সংলগ্ন শিল্প-কারখানা/বাঁধ/স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা না করা, বিভিন্ন জলমহালের মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত না করা ইত্যাদি।

০৪। কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর জ্বালানী উপদেষ্টা ড. এম শামছুল আলম বলেন, মাছ চাষকে শিল্পের মর্যাদায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মাছ চাষে বিদ্যুতের মাধ্যমে সেচ প্রদান করা হলে তা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হারে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়, যা সঠিক নয়। "জাল যার জলা তার" নীতি বর্তমানে অনুসরণ করা হচ্ছে না, বরং জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে অ-মৎস্যজীবীরা অর্থ ও পেশীশক্তির মাধ্যমে ইজারা ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হচ্ছেন বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নামে বরাদ্দ হলেও অন্তরালে থাকে বিত্তবান ও প্রভাবশালীরা।

০৫। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি বলেন, মৎস্যজীবীদের তালিকা যাচাইপূর্বক হালনাগাদ করা প্রয়োজন। জলমহালের ইজারা মূল্য বছর বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্যজীবীরা তা পরিশোধ করতে পারছে না। ফলে বিত্তবান ও প্রভাবশালীরা ইজারামূল্য পরিশোধ করে জলমহালগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে যাচ্ছে। মৎস্যজীবীদের জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তিনি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যথাক্রমে উপজেলা মৎস্য অফিসার ও জেলা মৎস্য অফিসারকে সদস্য সচিব হিসেবে রাখার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

০৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি বলেন, সারাদেশে অনেক বরোপিট ও ক্যানেল রয়েছে। বরোপিট ও ক্যানেলসমূহের পানি সাধারণভাবে সেচ কাজে ব্যবহার হলেও মাছ চাষও হয়ে থাকে। বর্তমানে অনেক বরোপিট ভরাট/শুকিয়ে যাওয়ায় মাছ চাষ ব্যহত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

০৭। সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর প্রতিনিধি বলেন যে, বর্তমানে জলমহালের আকার, আয়তন ও সংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যানগত তথ্য নেই। রিসোর্স ম্যাপিং এর মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

০৮। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, ইজারা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করেই জলমহালগুলি ইজারা প্রদান করা হয়। তবে, মামলাজনিত কারণে প্রায় ৩০ ভাগ এবং ভরাট ও অন্যান্য কারণে ১০-১২ ভাগ জলমহাল ইজারা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। মৎস্যজীবী সমিতিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মৎস্য অফিসারের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেন। এছাড়া ৮টি বিভাগে কিছু জলমহাল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করে ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তীতে হস্তান্তর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

০৯। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি) বলেন যে, সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন হাওর ও বিলে বিদ্যমান মৎস্য অভয়াশ্রমসহ নতুন অভয়াশ্রম স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ছয় বছর মেয়াদি ইজারার ক্ষেত্রে কম সময়ে ও সহজে কিভাবে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি ও অনুমোদন করা যায় তার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

১০। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বলেন যে, জলমহাল ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য অফিসার প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রত্যয়ন দেন। কিন্তু ইজারার পর জলমহাল নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অফিসারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না। বর্তমানে ইজারা প্রদানকৃত জলমহালে মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণা-বেক্ষণ, ইজারাকালীন প্রতি বছর পোনা মাছ ছাড়া, সেচ দিয়ে মাছ না ধরার বিষয়গুলি অনুসরণ করা হয় না। তাই পূর্বের ন্যায় সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় জলমহাল ইজারা দেয়া হলে জলমহালের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের জীবন-মান

উন্নয়ন সম্ভব হবে। তিনি জলমহালগুলি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরসহ সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রচলনের সুপারিশ করেন।

১১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) বলেন, আমাদের লক্ষ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তাই জলমহালের মালিকানা যে প্রতিষ্ঠানেরই হোক না কেন সেগুলিকে মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসতে হবে যাতে কোনো জলমহাল অব্যবহৃত না থাকে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির দৃষ্টি আর্কষণ করে তিনি বলেন, মামলার জন্য যেসব জলমহালের ইজারা বন্ধ আছে সেগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।

১২। সভাপতি বলেন, জলমহাল ইজারা পাওয়া জেলেদের অধিকার। কিন্তু মৎস্যজীবীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভা হতে জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রে জলমহালগুলি প্রকৃত মৎস্যজীবীদের পরিবর্তে অ-মৎস্যজীবীরা পাচ্ছেন। এর ফলে জলমহালে মাছের উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে কেননা অ-মৎস্যজীবীদের মূল লক্ষ্য মুনাফা, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন নয়। তিনি বলেন, ইজারা মূল্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ জেলেদের পক্ষে সরকারি জলমহালের ইজারা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাই, একদিকে তাদেরকে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে এবং অন্যদিকে, অ-মৎস্যজীবীদের ইজারা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি বলেন, যেহেতু প্রকৃত জেলে চিহ্নিত করার এখতিয়ার জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য অফিসারের সেহেতু জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে মৎস্য অফিসারকে "সদস্য" নয় বরং "সদস্য-সচিব" হিসেবে রাখাটা খুবই দরকার। তবে সেক্ষেত্রে মৎস্য অফিসারকেও মৎস্যজীবী প্রত্যয়ন প্রদানে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, প্রয়োজনে ইতোপূর্বে প্রদত্ত প্রত্যয়ন পুনরায় যাচাই করতে হবে। মামলা অথবা অন্য কোনো কারণে জলমহালে মাছ উৎপাদন বন্ধ রাখা হলে তা দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বিধায় এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন বলে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে মামলাজনিত কারণে কতগুলি জলমহালে মাছ চাষ হচ্ছে না এবং কত সংখ্যক মৎস্যজীবী মাছ উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তার একটা পরিসংখ্যান থাকা প্রয়োজন।

১৩। সভাপতি মৎস্যজীবী সমিতির সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মাছ চাষের সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী, বৃদ্ধা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা জড়িত আছেন। তাই তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনাও জরুরি। তিনি বলেন, মৎস্য খাত মূলত কৃষির একটি উপখাত তাই এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এর সমহারে পরিশোধ করা সমীচীন নয় বিধায় এ বিষয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা দূর করার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্যজীবীরা যাতে সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে সভাপতি সরকারি জলমহালে মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরবর্তী সভায় জেলা প্রশাসক ও জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানানোর জন্য বলেন।

১৪। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয়	সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
০১	**প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিকট জলমহালের ইজারা প্রদান নিশ্চিতকরণ**	১. জলমহালের ইজারা যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই পান তা নিশ্চিত করতে হবে; ২. ইজারা গ্রহণের পর অর্থের বিনিময়ে অ-মৎস্যজীবীদের নিকট পুন:ইজারা প্রদানের বিষয়টি নিয়মিত মনিটর করতে হবে; ৩. জলমহাল ইজারা গ্রহীতা মৎস্যজীবীদের কোন সদস্য পেশা পরিবর্তন করছেন কিনা তা নিয়মিত	১. মৎস্য অধিদপ্তর ২. সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ৩. সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয়	সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		মনিটর করতে হবে; ৪. বিদ্যমান মৎস্যজীবীদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	অফিসার
০২	**সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ/আহরণ**	সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন সকল প্রকার জলমহালে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষকে উৎসাহিত করতে হবে।	মৎস্য অধিদপ্তর
০৩	**জলমহাল সংক্রান্ত মামলার তথ্য**	মামলাজনিত কারণে বর্তমানে কতগুলি জলমহালে মাছ চাষ বন্ধ আছে এবং এর ফলে কত সংখ্যক মৎস্যজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সে সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/তথ্য আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	১. সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য অফিসার
০৪	**জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিসারকে সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব প্রদান**	১. প্রকৃত জেলে চিহ্নিত করাসহ মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিসারকে সদস্যের পরিবর্তে "সদস্য-সচিব" হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে; ২. মৎস্য অফিসারকে মৎস্যজীবীর প্রত্যয়ন প্রদানে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; ৩. প্রয়োজনে ইতোপূর্বে প্রদানকৃত প্রত্যয়ন পুনরায় যাচাই করতে হবে।	১. সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন; ২. সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য অফিসার
০৫	**বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান**	১. মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা দূর করার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ২. মৎস্যজীবী সমিতির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কে অনুরোধ জানাত হবে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর
০৬	**সামাজিক নিরাপত্তা**	মাছ চাষের সাথে জড়িত নারী, বৃদ্ধা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা নিশ্চিত করতে হবে।	মৎস্য অধিদপ্তর
০৭	**মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল**	মৎস্য খাত মূলত কৃষির একটি উপখাত তাই এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের পরিবর্তে	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রঃনং	আলোচ্য বিষয়	সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		কৃষির ন্যায় করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
০৮	**অংশীজন সভা আয়োজন**	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জেলা প্রশাসক ও জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সভা আয়োজন করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১৫। পরিশেষে, সভায় উপস্থিত হয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়